ভারত মনীষা মাওলানা আবুল কালাম আজাদ

ছেঁড়াপাতা

মাওলানা উবায়দুর রহমান খান নদভী

ভারত মনীষা

মাওলানা আবুল কালাম আজাদ

ছেঁড়াপাতা

অনুবাদ

মাওলানা উবায়দুর রহমান খান নদভী

লব্ধপ্রতিষ্ঠ লেখক-সম্পাদক, দার্শনিক আলেমে দীন

ইতিহাস, রাষ্ট্র ও সমাজতত্ত্ববিদ

প্রকাশনায়

রাহনুমা প্রকাশনী ™

ছেঁড়াপাতা

মূল	মাওলানা আবুল কালাম আজাদ
অনুবাদ	মাওলানা উবায়দুর রহমান খান নদভী
রাহনুমা প্রথম প্রকাশ	জুন ২০১৬
প্রকাশনা সংখ্যা	৫৪
গ্রন্থস্বত্ব	লেখক কর্তৃক সংরক্ষিত
প্রচ্ছদ	মুহাম্মাদ মাহমুদুল ইসলাম
মুদ্রণ	ফারিয়া প্রিন্টিং প্রেস ৩/১, পাটুয়াটুলি লেন, ঢাকা-১১০০
একমাত্র পরিবেশক	**রাহনুমা প্রকাশনী** ইসলামী টাওয়ার, ৩২/এ আন্ডারগ্রাউন্ড, বাংলাবাজার, ঢাকা। যোগাযোগ : ০১৭৬২-৫৯৩৩৪৯, ০১৯৭২-৫৯৩৩৪৯

মূল্য : ১০০.০০ (একশ টাকা মাত্র)

CHERAPATA
Written by : Mawlana Abul Kalam Azad, Translated by : Mawlana Ubaydur Rahman Khan Nadwi
Marketed & Published by : Rahnuma Prokashoni. Price : Tk.100.00, US $ 8.00 only.

ISBN : 978-984-92211-3-5
E-mail : rahnumaprokashoni@gmail.com

উৎসর্গ

আলায়ি ও সার্মাদ

আর

যুগে যুগে

তাঁদের যত অনুসারী

সূচিপত্র

- সলিমুল্লাহ খানের ভূমিকা
  ভারতের শেষ স্বাধীন মানুষ–৯
- অনুবাদকের কথা–১২
- নতুন সংস্করণের ভূমিকা–১৬
- ছেঁড়াপাতা–১৭
- শেখ আলায়ি–২৫
- সার্মাদ শহিদ–৩৮
- সংক্ষিপ্ত জীবনপঞ্জি–৫৩

ভূমিকা

ভারতের শেষ স্বাধীন মানুষ

সলিমুল্লাহ খান

‘আবুল কালাম আজাদ’ নামটি তাঁহার পিতার দান নহে। এই নাম তিনিই বাছিয়া লইয়াছিলেন। মনে হইতেছে—ইহাই তাঁহার জীবনের প্রথম স্বাধীন কাজ। তাঁহার শেষ স্বাধীন কাজ কি? ইহার উত্তরে নানান মুনি নানান মত দিবেন সন্দেহ নাই। আমি স্রেফ বাঙালি হিন্দু মুনি তপন রায়চৌধুরীর সাক্ষ্য হাজির করিতেছি।

তপনবাবু ভারতের জাতীয় মহাফেজখানার কর্মকর্তার চাকরিতে কিছুদিন বহাল ছিলেন। ইহা ১৯৫০ দশকের শেষদিকের কথা। তখন মৌলানা আবুল কালাম আজাদ সেই দেশের শিক্ষা ও সংস্কৃতি প্রভৃতি বিষয়ের দায়িত্বে নিযুক্ত মন্ত্রী। প্রধানত মহাত্মা আজাদের প্রস্তাবেই ১৯৫৭ সালে ভারত সরকারের টাকায় ১৮৫৭ সালের শতবর্ষ পালন করিবার ছলে প্রবীণ বাঙালি ইতিহাসবেত্তা সুরেন্দ্রনাথ সেন মহাশয় ‘আঠার শত সাতান্ন’ নামক ইংরেজি গ্রন্থ প্রকাশ করিতে সমর্থ হন। আজাদ এই বইয়ের ভূমিকা লিখিয়াছিলেন। ইহাই স্বাভাবিক।

শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মধ্যবর্তিতায় প্রকাশিতব্য একটি প্রকাশনার ওয়াস্তে বিখ্যাত ইংরেজ সরকারি কর্মকর্তা স্যার পেন্ডেরেল মুন [sir penderel Moon] তখন আজাদ লিখিত ভূমিকার একটি কড়া সমালোচনা—তপনবাবুর কথায় ‘এ ডেভাস্টেটিং রিভিয়ু’ লিখিয়াছিলেন। সম্পাদক হিসাবে তপনবাবু তখন স্যার পেন্ডেরেলের দ্বারস্থ হইলেন। আর লেখক ধরিলেন গোঁ। তিনি সমালোচনার ধার কমাইতে রাজি হইবেন না বরং আস্ত রিভিয়ুটাই গুটাইয়া লইবেন। তপন রায়চৌধুরী তো শাঁখের করাতে পড়িলেন।

আবুল কালাম আজাদ সেই দিন তপনবাবুসুদ্ধ সকলকেই অবাক করিয়া বলিলেন একটি দাঁড়িকমাও না বদলাইয়া সেই রিভিয়ু ছাপানো হউক। মুশকিল আসান হইল। এই গল্পটি বয়ান করিয়াছেন ভারতীয় ইতিহাসের মশহুর আলেম শ্রীতপন রায়চৌধুরী। আজাদ প্রশস্তি গাহিবার ছলে নহে, ১৯৪৭ সালের বেহাত বিপ্লব বিষয়ক মশহুর ইংরেজি স্মৃতিকথা *ভাগ করিয়া ছাড়ো* [Divide and Quir] বইয়ের লেখক স্যার পেন্ডেরেল মুনের গুণগান প্রচার করিবার ওয়াস্তে লিখিত এক রচনায়। [রায়চৌধুরী ১৯৯৯ : ২০১-২০২]

এমনই 'স্বাধীন' মানুষ ছিলেন আজাদ। অহম বা নফসের দাসত্ব হইতে এমন স্বাধীনতাপ্রাপ্ত মানুষ ভারতে দ্বিতীয়টি আছেন কি না আমার অন্তত জানা নাই। সেই জন্যই বলিতে সাহস করিলাম মৌলানা আবুল কালাম আজাদই সম্ভবত ভারতের 'শেষ স্বাধীন মানুষ'।

মৌলানা উবায়দুর রহমান খান নদভী মহাশয় বর্তমান সংকলনে আজাদের যে তিনটি [আকারে] ছোট লেখার বাংলা করিয়াছেন তাহার বিন্দুর মধ্যেও সেই স্বাধীন-সমুদ্রের স্বাদ পাওয়া যাইতেছে। ভারতের মুসলমান শাসনামলে শাসকের কোপানলে পড়িয়া যাঁহারা প্রাণ বিসর্জন দিয়াছিলেন তাঁহাদের মধ্যে দুইজনের জীবনকথা এই *ছেঁড়াপাতা* সংকলনের দুই প্রবন্ধের বিষয়। একজন বিহারের জ্ঞানী শেখ আলায়ি। অন্যজন দিল্লির শহিদ কবি সার্মাদ।

'শেখ আলায়ি তাঁর বিদ্যাবুদ্ধি, পাশাপাশি শুদ্ধাচার ও গভীর নিষ্ঠার দৌলতে'—আজাদ লিখিতেছেন—'একজন সাত্ত্বিক শেখ রূপে ব্যাপক সুখ্যাতি অর্জন করেন। তাঁর শিক্ষা, জ্ঞান ও সাধনার সৌধ কোনোরূপ চাকচিক্য ছাড়াই এমন এক প্রশান্তিময় উচ্চতার অধিকারী ছিলো—যার সামনে চাকচিক্যময় মেকি বিদ্বানদের গর্বিত মস্তক নিজেদের অজান্তেই ঝুঁকে পড়তো'।

শহিদ সার্মাদ (ওরফে সাইদ) সম্বন্ধে আজাদ লিখিতেছেন : 'সার্মাদ জ্ঞান ও পাণ্ডিত্যে, সাহিত্য ও ভাবনায় উচ্চশিক্ষিত লোকদেরও ছাড়িয়ে গিয়েছিলেন'। অথচ তাঁর সম্পর্কে আমরা বিশেষ জানি না। আজাদ তাহার 'কারণ' নির্দেশ করিতেছেন এইভাবে : 'কারণ, তিনি ছিলেন আত্মভোলা সম্প্রদায়ের লোক— যাঁরা বিলুপ্ত ও বিস্মৃত হওয়াকেই নিজের কাজ মনে

করতেন। মহান সত্তার সমীপে নিজেকে নিরস্তিত্বে মিশিয়ে দেওয়াই যাদের একমাত্র কাজ। ঈমানের প্রধান শর্তই যেনো নিজেকে হারিয়ে ফেলা'।

আবুল কালাম আজাদ নিজেও এই দুই মনীষীর সার্থক ওয়ারিশ। ইহা না বলিলেও চলিত। তবুও বলিলাম, কারণ এই সামান্য ভূমিকা প্রবন্ধে আবুল কালাম আজাদ সম্পর্কে হক কথা বলিবার সাধ্য আর যাহার থাকিতে পারে থাকুক, আমার মতন অধমের নাই। আমার জ্ঞান সামান্য। সেই সামান্য জ্ঞানে বলা যদি অনুচিত না হয় আবার বলিব আবুল কালাম আজাদই শেখ আলায়ি ও শহিদ সার্মাদের পথে ভারতের শেষ মানুষ। তাঁহার পর যাঁহারা এই পথে চলিবেন আমরা তাঁহাদের অপেক্ষায় আছি।

আবুল কালাম আজাদের লেখা আমি পড়িয়াছি সামান্যই। ১৯৫০ সালের দশকে ভারত সরকার পূর্ব ও পশ্চিমা দর্শনের ইতিহাস নামে যে দুই খণ্ড বহি বাহির করেন তাহার ভূমিকাও লিখিয়াছিলেন আজাদ। উহা পড়িয়াই আমি সর্বপ্রথম আজাদের অনুরাগী হইয়াছিলাম। ইহার পর তাঁহার মহান স্মৃতিকথা *ভারত স্বাধীন হইল* পড়িয়া আমার সেই অনুরাগ রাগে পরিণত হইয়াছে। আর সুরেন্দ্রনাথ সেনের বইয়ের ভূমিকাও যে সেই রাগেরই রাগিণীস্বরূপ তাহা নিঃসন্দেহে বলিতে পারি।

মৌলানা নদভীর এই তর্জমা আবুল কালাম আজাদের মনীষা ও ভালোবাসা বিষয়ে আমার সীমাহীন অজ্ঞতার নভোমণ্ডলে একটি রজতরেখার সীমা আঁকিয়া দিয়াছে। মৌলানা নদভীর এই সাধনা আল্লাহ কবূল করিবেন বলিয়াই আমি বিশ্বাস করি।

পরিশেষে এই গ্রন্থের প্রথম প্রকাশক ও তরুণ জ্ঞানসাধক মৌলানা কুতুব হিলালী মহাশয়ের শোকর আদায় করিব। বাংলাদেশের মাদ্রাসা-শিক্ষিত তরুণদের মধ্যে যাঁহারা আবুল কালাম আজাদের গুণগ্রাহী তাঁহাদের সহিত আমার বিশেষ পরিচয় নাই। সেই অসম্ভব পরিচয়খানি কিছুটা হইলেও সম্ভব করিয়া দিয়াছেন বলিয়া আমি এই দুই সাধকের দেনা স্বীকার করিতেছি।

ঢাকা। ১৮ পৌষ, ১৪১৪

অনুবাদকের কথা

পৃথিবীর সেরা মেধাবী মানুষদের একজন মৌলানা আবুল কালাম আজাদ। ইমামুল হিন্দ উপাধি পাওয়া এ মানুষটিকে আমি 'ভারত মনীষা' বলে বিশ্বাস করি। শুনেছি—পরাধীন ভারতের শেষ ভাইসরয় লর্ড মাউন্টব্যাটেন কোনো এক মিটিংয়ে মন্তব্য করেছিলেন, ভারতের স্বাধীনতা ব্রিটিশরা দিচ্ছে বটে তবে এর পরিচিত নেতৃত্বে কোনো স্টেটসম্যান তারা দেখছে না। কেবল মৌলানা আজাদের ব্যক্তিত্বেই দেখা যায়—স্বাধীন দেশের শাসকসুলভ যোগ্যতা।

ইতিহাসে এ ঘটনাও পাওয়া যায় যে, সাতচল্লিশ-উত্তর সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা ও দেশব্যাপী অস্থিরতা সামাল দিতে না পেরে কংগ্রেস-নেতৃত্ব একসময় ব্রিটিশদের হাতে দেশের নিয়ন্ত্রণভার তুলে দিতে পরামর্শ করে। তখন মৌলানা আজাদই লজ্জাস্কর ব্যর্থতার এ বিষয়টি নিজ দক্ষতায় সামাল দেন।

কংগ্রেসের সভাপতি হিসেবে স্বাধীন ভারতের প্রথম প্রধানমন্ত্রিত্ব তাঁকেই সাধা হয়। ত্যাগ-তিতিক্ষা অবদান যোগ্যতা ও প্রজ্ঞার বিচারেও তাঁর নামই উঠত। কিন্তু মানব ইতিহাসের এই নজিরবিহীন ও বৃহত্তম অস্বাভাবিক মাইগ্রেশন আর ভয়ংকরতম সাম্প্রদায়িক রক্তপাতের দায় নিজের কাঁধে নিতে সম্মত ছিলেন না বলে প্রধানমন্ত্রী হিসেবে তিনি তাঁর বন্ধু ও সহকর্মী পণ্ডিত নেহরুর নাম প্রস্তাব করেন এবং নিজে শিক্ষা ও বৈজ্ঞানিক গবেষণা মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব নেন।

বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী এ অনন্য মেধাবী মানুষটির নাম ও নকশার সাথে আমার পরিচয় কৈশোরের সূচনা থেকেই। যখন উর্দু বা ইংরেজি পড়তে শিখিনি তখনো আব্বার ব্যক্তিগত লাইব্রেরিতে মৌলানার জীবন ও কর্ম সংবলিত বইপত্র উল্টে তাঁর ছবি দেখতাম।

উঁচু টুপি, উন্নত নাসিকা, আয়ত চোখ, আলিগড়ি চোস্ত পাজামা, শেরওয়ানি, কখনো কালো চশমা, অভিজাত চেহারায় দৃঢ়চেতা ব্যক্তিত্বের ছাপ—বিদেশ সফরে, বিমানবন্দরে, মন্ত্রণালয়ের অফিসে, জনসভায়, কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির মিটিংয়ে, নেহরুর শপথ অনুষ্ঠানে অথবা গান্ধীজীর চিতায় নানা আঙ্গিকে নানা দৃশ্যে মৌলানা আজাদ আমার জানার বৃত্তে এসেছিলেন।

পড়তে শিখে এসব বই-ই হাতড়ে ফিরেছি। সাহিত্য একাডেমি দিল্লির ছাপা *তর্জমানুল কোরআন* উম্মুল কিতাবপর্ব তাঁর কালো-সবুজ মলাট নিয়ে এখনো আমার চোখে। বাড়িতে বসেই তাঁর মনের খেয়ালে লেখা বন্দিজীবনের পত্ররূপ অলৌকিক সাহিত্য *গুবারে খাতির* পড়ি। এরপর ঢাকা, দিল্লি ও লক্ষ্ণৌয়ে মৌলানার সৃষ্টির প্রায় প্রতিটি অংশের সাথে পরিচিত হই। মুগ্ধতাই কেবল বাড়ে। একসময় মনে হয়—বিশ্বব্যাপী আমার প্রিয় ব্যক্তিদের তিনিও একজন।

আমাদের দেশ ও সমাজে মানুষ খুব দ্রুত এবং ভাসাভাসা চিন্তা করে; আর সহজেই বড় বড় মন্তব্য করে বসে। এসব থেকে অনেক বড় ব্যক্তিত্বও রেহাই পান না। তবে আমি নিজে কারও কথা শুনে নয়—খোঁজখবর নিয়ে, পড়ে শুনে নিজের মন থেকে বড়দের সম্পর্কে একটি ধারণা নির্মাণ করি। অনেকের মতো মৌলানা আজাদ সম্পর্কেও আমার একটি বিশেষ মূল্যায়ন আছে।

ঢাকায় উর্দুচর্চা খুবই দুর্বল। সিলেট চট্টগ্রামও তথৈবচ। শুধু কি বাংলাদেশ—উর্দুর জন্মস্থান দিল্লি, লক্ষ্ণৌ ও হায়দ্রাবাদেও এখন উর্দুর চরম দুর্দিন। তদুপরি ভাষাটা যখন মৌলানা আবুল কালাম আজাদ ব্যবহার করেন, তাঁর উন্নত সংবেদনশীল ধীমান কলম যে ভাব প্রকাশ করে—ধর্ম, দর্শন সমাজবিজ্ঞান ও মনস্তত্ত্বসমৃদ্ধ অতুলনীয় সাহিত্যসংশ্লেষ আর চোস্ত টাকশালি উর্দু—যার সাথে থাকে ফার্সির অবাধ ব্যবহার, কোরআন-হাদীস, হিকমত ও ফালসাফার অকৃত্রিম ফ্লেভার—এই আজাদকে পড়ে বুঝে বাংলায় নিয়ে আসা নিঃসন্দেহে সুকঠিন কাজ। এরপর থাকে, নিজের ছোট মুখের ভয়। কারণ তাঁর মুখে যে বড় কথাটি মানায়, তা অকিঞ্চিৎকর অনুবাদকের মুখে অসহ্য—বেমানান।

এরপরও ম্যানেজ করেছি। তাঁর মুখে এ লেখাতেই কিছু অসতর্ক মন্তব্যের জন্য তিনি ভারতীয় আলেমসমাজে সমালোচিত হন। অনুবাদে চাতুর্যের সাথে সেসব কথা অনুক্ত রাখা হয়েছে। কিছু মন্তব্য হালকা পলিশ করে সুসহ করা হয়েছে। অনেক সময় তাঁর ভাষাটি গৌণ জ্ঞান করে ভাবটিকে মুখ্য ও প্রকট করা হয়েছে। মূল উর্দুর সাথে মিলিয়ে এখন আর কোনো গবেষক এর কূল-কিনারা করতে পারবেন না। আমার মনে হয়—অতীতের অপরাপর লোভনীয় কিছু কাজও এ ধারায়ই রূপান্তর করা উচিত।

সবচেয়ে কঠিন ছিল উর্দু, ফার্সী ও আরবী কবিতাংশের অনুবাদ। কারণ, বাংলা কবিতার ভাব আর ঐ তিন ভাষার কবিতার ভাব সম্পূর্ণ ভিন্ন। তথাপি ভাব ও বিষয়ের উত্তাপে ভাষার উঁচু-নিচু গলিয়ে একরকম সমান করে ফেলেছি। আশা করি কবিতাগুলো লেখার সাথে মানিয়ে গেছে।

বেশ কয়বছর স্বাস্থ্যগত কারণে আমি লেখালেখি ও সাহিত্যচর্চা থেকে কিছুটা দূরে। কাজকর্মেও এক ধরনের স্থবিরতা। এমন মন্দা সময়েও দু-একজন উদ্যমী তরুণ লেখালেখির আমেজ ধরে রাখতে আগের মতোই আমার সাথে উঠ-বস জারি রাখতে সচেষ্ট।

ঢাকা কোলকাতার পাশাপাশি নিখিল ভারত ও পাকিস্তান থেকে প্রকাশিত নতুন বইপত্র নিয়ে চিন্তাশীল অনুসন্ধিৎসু প্রতিষ্ঠাপ্রবণ তরুণ কবি ও লেখক মৌলানা কুতুব হিলালী সব সময়ের মতো এখনো আমার কাছে আসা-যাওয়া করেন।

গত রমজানে মৌলানা আজাদের রচনানির্ভর পাঁচ-সাতটি বই তিনি সংগ্রহ করে আমাকে পড়তে দেন। এতে নতুন কিছু বিষয় পেয়ে যাই। একসময় তিনি মৌলানার কিছু লেখা বাংলায় অনুবাদ করার জন্য আমাকে তাগিদ দেন। দীর্ঘদিন মানসিক শ্রম থেকে স্বাস্থ্যগত কারণেই দূরে থাকতে হচ্ছে বলে আমি রাজি হইনি। কিন্তু তাঁর অকৃত্রিম উদ্দীপনা ও বিপুল কর্মস্পৃহা আমাকে একরকম সক্ষমতা এনে দেয়। আমি ইফতারির পর, কখনো সেহরি খেয়ে, কোনো দিন বা সকাল দিকে মূল কিতাব হাতে তর্জমা করে গেছি। কুতুব হিলালী খুব যত্ন করে তা কাগজে টুকে নিয়েছেন।

মৌলানা আজাদের রচনার কিছু ছোট্ট টুকরো একসাথে করে একটি পুস্তক প্রকাশের যে প্রেরণা তার মাঝে দেখেছি, আমার এ নিষ্ফলা সময়ে খুব সামান্য হলেও একটি কাজ করিয়ে নেওয়ার পেছনে এ প্রেরণাই ছিল যথেষ্ট কার্যকর। আশা করি আরও কিছু কাজ আমরা করতে সক্ষম হব।

প্রসঙ্গত বলে রাখি—মৌলানা কুতুব হিলালীকে আমি 'তুমি' বলে ডাকি। বইয়ের মুখবন্ধে পেশাকি ভাষা ব্যবহার বাঞ্ছনীয় বিধায় 'আপনি' ব্যবহার করলাম। এতে তিনি সংকোচবোধ করলেও আমার কিছু করার নেই। তা ছাড়া তিনি একজন হাফেজে কোরআন ও মৌলানা। তাঁর বাড়ি কক্সবাজার। অসাধারণ প্রতিভার জোরেই তিনি বাংলা নিয়ে কাজ করে বহুদূর এগিয়ে গেছেন।

কুতুব হিলালী একধরনের আত্মভোলা তরুণ। বলতে গেলে এ *ছেঁড়াপাতা* তাঁরই আগ্রহের সৃষ্টি। তিনি আমার পরিবারের লোকজন নিয়েই শুভশক্তির কাজে হাত দিয়েছেন। দোয়া করি—তারা সফল হোন।

ছোট্ট এ বইটির কম্পোজের সময় কয়েকজন তরুণ এর ছিটেফোঁটা পড়ে প্রকাশক ও অনুঘটক জনাব কুতুব হিলালীকে নানাভাবে উৎসাহিত করেছে। বিশেষ করে কুতুব হিলালীর অনুরোধে পাণ্ডুলিপি পড়ে এর জ্ঞানগর্ভ ভূমিকা লিখে দিয়ে বড় মনের পরিচয় দিয়েছেন ড. সলিমুল্লাহ খান। গতানুগতিকতার বাইরে স্বাভাবিক সত্যকে স্পর্শ করার সাধনায় নিমগ্ন এই ড. সাহেব আমাদের নিকট একটি বিশেষ অবস্থানে অধিষ্ঠিত। আমরা অন্তর দিয়ে তাঁর সাফল্য কামনা করি এবং ভূমিকা লেখার কষ্ট স্বীকারের জন্য তাকে ধন্যবাদ জানাই।

নতুন প্রকাশনা সংস্থা শুভশক্তি বাছা বাছা কিছু বই পাঠককে উপহার দেবে বলে ভাবছে। আশা করি প্রকাশক এ ক্ষেত্রে সফল হবেন।

পরিশেষে বইটির সাথে যুক্ত সকলের সর্ববিধ কল্যাণ কামনা করে আমার কথা শেষ করছি। আল্লাহ হাফেজ।

ঢাকা। ৪ জানুয়ারি, ২০০৮

নতুন সংস্করণের ভূমিকা

আলহামদুলিল্লাহ, বহুবছর পর বইটি পুনর্মুদ্রণের ব্যবস্থা হলো। নানা কারণে কিছুকাল লেখালেখি ও প্রকাশনা থেকে খানিকটা দূরে সরে থাকতে হয়। রাহনুমার আগ্রহ ও সাথীদের উৎসাহে নতুন করে পুরোনো এসব বই আবার প্রকাশিত হলো। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা সংশ্লিষ্ট সবাইকে সব ধরনের কল্যাণে ভরপুর করে দিন।

বিনীত
উবায়দুর রহমান খান নদভী

মতিঝিল, ঢাকা
১০ রমযান, ১৪৩৭

ছেঁড়াপাতা

আশ্চর্য! প্রকৃতির পথের দিশা, কী অপূর্ব তার অদৃশ্য হাতের কারসাজি! পথহারা উদাস মানুষের হাত ধরে টেনে নেওয়ার সেই পরম শক্তি। সুকর্মের সুযোগ যে করে দেয়—তার আকর্ষণী সেই কখন থেকে তার নিজের পানে আমায় টানছিল। কিন্তু অলস নিদ্রা আমায় আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে রাখে। পরমের তীব্র কান্তি ছিল পূর্ণ স্বরূপে উদ্ঘাটিত, কিন্তু দৃষ্টির অস্পষ্টতা বাধা হয়েছিল। অবারিত দান ছিল উন্মুখ, কিন্তু অন্তর যারপরনাই বিমুখ।

প্রেমের ব্যর্থতা তার শেষ ও চূড়ান্ত আঘাত হেনে বসল। আর তখনই খুলে গেল তার চোখ। চেয়ে দেখল তো দেখতে পেল—সবকিছুই বদলে গেছে। আগের সে আকাশ নেই, না পৃথিবী, না সেই আগের দিগন্ত, না প্রাণ। যে দুটো হাত ধরে এখানে আসা, সেই দুটোও অদৃশ্য। যেন সে এক প্রদীপ—যতক্ষণ রাতের আঁধারে চলছিলাম, পথ দেখাচ্ছিল। যখন ভোর হলো—প্রয়োজন ফুরিয়ে গেল, নিবিয়ে দিলাম।

তন্দ্রাময় সেই জগৎ—যে দু-হাত ভরে বিলিয়ে যাচ্ছিল উদাসীনতার দান। হঠাৎ করে জেগে উঠল—চেতন হয়ে আমার চোখকে, সবাক হয়ে আমার কানকে অব্যাহতভাবে ডেকে চলল। যেন আমিও জেগে উঠি, হয়ে উঠি বাঙ্ময়। এখন দেখি জগতের কোনায় কোনায় কেবলই জাগৃতি। স্পন্দন যেন কানায় কানায় পূর্ণ। চারদিকে দৃষ্টি ও প্রজ্ঞার পাঠ।

অণু-পরমাণু তার কথা বলছে। পত্র-পল্লব যেন লিখিত লিপিকা। ফুলে ফুলে অশ্রুতপূর্ব গীতিকা। পাথরেরা পথ দেখায়। পায়ের নিচের ধূলিকণা এখানে উচ্চকিত হয়ে মাথার ওপর পাপড়ি ছড়ায়। আমার যত জিজ্ঞাসা তার জবাব দিতে আকাশেরা বারবার নেমে আসে। ধূলির ধরণিকে কতবারই না

উঠতে হয়েছে উর্ধ্বলোকে, কারণ একে যে আমার জন্য নক্ষত্র এনে দিতে হয়েছে। অবশ্য ফেরেশতারা তার হাত ধরে রেখেছিল—যাতে হোঁচট না খায়। প্রকৃতির নেকাব খোলা, যত পর্দা সব আজ সরিয়ে ফেলা। এদের সবার সম্ভ্রমে আজ পবিত্র ইঙ্গিত। চোখে সবার গল্পকথা। হাত পেতে আছে কিছু নেবে বলে। মেঘের হাত ধরলে দিয়ে গেল একরাশ শীতলতা। কাছে ডাকল বিজলিকে। রহস্যের ওপার থেকে ফুটে উঠলো এক ঝলক মুচকি হাসি। মুঠো ভরে বাতাস নিলাম, কিছুই পেলাম না। সাত-সমুদ্দুর ঢেলে দিল নিজেদের উজাড় করে, কিন্তু আমার হাতের পেয়ালা শূন্যই রয়ে গেল।

আমার পৃথিবীতে তখন রাত ছিল না। বহু সন্ধান করেও খুঁজে পাইনি এক টুকরো অন্ধকার। উন্নাসিকতার ঠিকানা কেউ দিতে পারল না, বহু খুঁজেও পেলাম না উদাসীনতার দেখা। চোখ বন্ধ করলেও অপূর্ব দৃশ্যের দেখা মেলে। কান বন্ধ করলেও শোনা গেছে বহু রাগ-রাগিণী। সূর্য বলে—আমি দুই লাখ মাইল দূরে আছি। আরও দূর থেকে একরাশ আলো ছুটে এসে বললো, আমি সেকেন্ডে এক লাখ নব্বই হাজার মাইল গতিতে ছুটে এসেছি।

কিন্তু চোখ বলল, এ তো আমার দৃষ্টির প্রথম ধাপ। দেখার শুরুই তো এখান থেকে। মন হেসে বলল, আমার প্রেমের বার্তা যখন চাওয়ার পাখায় ভর করে ওড়ে, তখন আলোর শক্তি কোথায়—আমার ডানার সঙ্গ দেয়। এককথায় ঘুমন্ত আশা জেগে উঠল। আর নতুন নতুন শক্তি অভিনব সব সাহস নিয়ে আমার কাছে ফিরে এল। হৃদয় ও দিগন্তে, প্রাণে ও জগতে কেউ এমন ছিল না যে ঘুমিয়ে থাকবে—ঘোমটা দিয়ে বা মুখ ফিরিয়ে।

জগৎ কারও জন্যে বদলে যায় না। বদলে যেতে হবে তোমাকেই। তবেই দেখবে—পৃথিবীও বদলে গেছে। ঘুম সব সময় ঘুম। উদাস নিদ্রা নিদ্রাই। এক পলকের অমনোযোগিতার সাজা এক জীবনের বিলাপেও শোধ হবে না। এরপরেও জীবনে যা ঘটে গেছে—এখন ভেবে দেখি—এ মহাজগতের সবকিছুর মতো এসবেরও দরকার ছিল। এসব কিছুই জীবন পথের দীর্ঘ ভ্রমণে একেকটি মন্‌জিল। লক্ষ্যে পৌঁছতে যা পাড়ি দিতেই হবে। যদি মায়ার এ জগৎ পাড়ি দিতে না হতো, সম্ভবত সত্যে পৌঁছা যেত না। আমি বলি, জগতের কিছুকেই নিরঙ্কুশ খারাপ বলা যায় না। মন্দ—একটি আপেক্ষিক